চা শ্রমিকের বঞ্চনা বিষয়ক দু'টি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

বাংলাদেশে চা শ্রমিকের অধিকাংশই বাঙালি নন, নিম্নবর্ণের হিন্দু, বিহারি মুসলমান ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। সাসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রায় দুই দশক ধরে চা শ্রমিক এবং চা শিল্প নিয়ে নিবিড় গবেষণা করছে। চা শ্রমিকদের নিয়ে সেড-এর সর্বশেষ দুটি গ্রন্থ—ফিলিপ গাইন সম্পাদিত *চা শ্রমিকের কথা* এবং তার লেখা *চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান*-এর মোড়ক উন্মোচিত হয় ১১ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে। এই প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভার আয়োজন করে সেড, ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

চা শ্রমিকের কথা গ্রন্থটি মূলত চা শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের চা শিল্প নিয়ে। অন্যটি এর সাথী গ্রন্থ, *চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান*, যাতে সন্নিবেশিত হয়েছে চা শ্রমিকের মজুরি এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে আগস্ট ২০২২-এ চা শ্রমিকদের ১৯ দিনের নজিরবিহীন ধর্মঘট নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং নানা তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর কিছু নেতাসহ একদল চা শ্রমিক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা আসেন এবং তাদের নানা কষ্টের কথা অনুষ্ঠানে বর্ণনা করেন। অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একটি প্যানেল চা শ্রমিকদের পক্ষে জোরালোভাবে বক্তব্য রাখেন। তারা গ্রন্থ দু'টির সারমর্মের সাথে একমত পোষণ করেন এবং তাদের নিজস্ব মতামত যোগ করেন।

গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক ও সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন তার বক্তব্যে বলেন, *"চা শ্রমিকের কথা* বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২ সালে বের করার পরপরই চা শিল্পের ইতিহাসের এক নজিরবিহীন ধর্মঘট ঘটে চা বাগানে। এর ফলে শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ১২০ টাকা থেকে ১৭০ টাকা হয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে। এ মজুরি যথেষ্ট না হলেও চা শ্রমিকরা তা মেনে নিয়ে কাজে যোগ দেন। এই নজিরবিহীন ধর্মঘটের আগে-পরে মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটতে থাকে সেসবের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়ে *চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান* বইটি।"

ন্যায্য মজুরি সবসময়ই চা শ্রমিকদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। চা শিল্পের একমাত্র ও বাংলাদেশের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন বিসিএসইউ-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নৃপেন পাল বলেন, "চা বাগানের মালিকদের প্ররোচনার কারণেই আমাদের দাবির তুলনায় মজুরি কম বৃদ্ধি পেয়েছে।"

"আমরা সবসময়ই আমাদের আইনি অধিকার ও সুরক্ষার মতো ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত," যোগ করেন শ্রীমতি বাউরি, বিসিএসইউ-এর জুড়ি ভ্যালীর জেলাসমূহে সহ-সভাপতি, যা চা উৎপাদনকারী সাতটি ভ্যালীর একটি।

চা শ্রমিকের মজুরি এবং ২০২২ সালের আগস্ট মাসে তাদের নজিরবিহীন ধর্মঘট যা চা শিল্পকে স্থবির করে দেয়, এসব ঘটনার উপর দ্বিতীয় গ্রন্থটি। চা শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে নানা সমস্যা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরির যে হিসাব মালিকপক্ষ দেয় (৫০০ টাকা বা ৪.৫ মার্কিন ডলারের কিছু বেশি) তা কতোটা ত্রুটিপূর্ণ। শ্রম আইন নগদ বেতন বা মজুরির হিসাবে যে সুবিধাগুলো যোগ করার অনুমতি দেয় তা মিলিয়ে একজন চা শ্রমিকের প্রকৃত দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকার (২.৭ মার্কিন ডলার) এর চেয়েও কম। এই মজুরি বাংলাদেশের একজন কৃষি শ্রমিক যা পায় তার প্রায় অর্ধেক এবং অন্যান্য খাতের নিম্নতম গ্রেডের শ্রমিকরা যা পায় তার থেকেও অনেক কম।

"মালিকপক্ষ যেভাবে মজুরির হিসাব করে তা মোটেও ন্যায্য নয়। তারা শ্রম আইনকে উপেক্ষা করে তাদের এই হিসাব করে," বলেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী। "মালিকপক্ষের এমন মনোভাব অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে।"

"মজুরি বাড়ানোর কথা আসলেই মালিকপক্ষ বলে, তাদের পক্ষে মজুরি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। যদি বাগান-ব্যবসায় লাভ নাই থাকতো তবে কেন আপনারা বিনিয়োগ করলেন? কীভাবে একটি বাগান থেকে মালিকের দুটি বাগান হয়?" প্রশ্ন তুলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ (বিইআর)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এম আকাশ।

"চা শ্রমিকের কাজটি কঠোর পরিশ্রমের। সুতরাং, তাদের মজুরি পর্যাপ্ত হতে হবে যেন তারা আট ঘন্টা এই পরিশ্রম করার জন্য পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারে। তাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সময় এই ব্যাপারটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে," যোগ করেন অধ্যাপক আকাশ।

"প্রতিটি চা বাগানের লাভ-ক্ষতির একটি বার্ষিক হিসাব করা উচিত এবং তা প্রকাশ করা উচিত যেন 'এর বেশি দেয়া সম্ভব নয়' মালিকদের এমন দাবির সত্যতা যাচাই করা যায়। কারণ তাদের বিলাসবহুল জীবন অন্য কথাই বলে," মন্তব্য করেন ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)-এর সম্পাদক জনাব ফরিদ হোসেন।

চা শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা কীভাবে তাদের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে সে ব্যাপারেও বলেন অধ্যাপক আকাশ। "আজকে যদি শ্রমিকের নিজস্ব একটা সঞ্চয় থাকতো তাহলে ধর্মঘট আরও লম্বা সময় করে পুরো ৩০০ টাকাই আদায় করতে পারতো। কিন্তু বন্দীদশায় আবদ্ধ শ্রমিকের তো সেই সামর্থ্য নেই। তারা হলো, দরিদ্রদের মাঝে দরিদ্র্যতম।"

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির গুরুত্বের ব্যাপারে বলেন। "আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের চিন্তাচেতনাকে আরও উন্মুক্ত করতে হবে," বলেন ড. রহমান। "চা শিল্পের মতো সস্তা শ্রম দিয়ে আমরা কখনও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারব না।"

চা শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ নিয়ে যে অন্যায় হলো তা তাদের মজুরির পাশাপাশি বঞ্চনার আরেকটি দিক। প্রধানমন্ত্রী তাদের দৈনিক নগদ মজুরি ১৭০ টাকা নির্ধারণ করার পর, প্রায় ২০ মাসের জন্য তাদের ৩০,০০০ টাকা বকেয়া পাওয়ার কথা থাকলেও প্রত্যেককে দেয়া হলো ১১,০০০ টাকা করে। "চা খাতে মালিকপক্ষের সুকৌশল এবং ইউনিয়ন নেতাদের ব্যর্থতার কারণেই তাদের বকেয়ার টাকা এভাবে ছাঁটাই করা সম্ভব হলো," মন্তব্য করেন অধ্যাপক আকাশ।

"চা শ্রমিকের বাগানের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা নেই। চা বাগানের বাইরের দেশ তাদের কাছে অপরিচিত এবং তারা সম্পূর্ণ ভূমিহীন," বলেন অধ্যাপক আকাশ। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে বাইরে বের হওয়ার জন্য তাদের বাগানের ভিতর লেবার লাইনের ঘর ছেড়ে দিতে বলা হয় যা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। "এই সমস্ত কারণে

তারা চা বাগানে বন্দী, অন্তত বসবাসের জায়গার জন্য। ফলে তারা অন্য বাঙালিদের মতো বাইরের চাকুরিতে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।"

ব্যারিস্টার বড়ুয়াও তার আলোচনায় এই ভূমি অধিকার বিষয়টি টেনে এনে বলেন: "শ্রম আইনের ৩২ নং ধারার যদি সঠিক প্রয়োগ হয়, তবে পঞ্চম তফসিলে যেসব সুবিধার কথা বলা আছে, সেগুলোর প্রয়োগ নেই কেন? আইনকে শুধু নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করলে তো হবে না। যতদিন শ্রমিককে বঞ্চিত রেখে শুধু চা বাগানকে সম্পদ মনে করবেন, ততোদিন সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।"

"আজকে যে বই দু'টোর মোড়ক উন্মোচিত হলো, আমি মনে করি এগুলো সাংবাদিকদের জন্য এক কথায় জ্ঞানকোষ," বলেন জনাব ফরিদ হোসেন। "এখানে যেমন চা শ্রমিকের কষ্টের কথা উঠে এসেছে, পাশাপাশি উঠে এসেছে তাদের সাফল্যের কিছু গল্প। আমাদের সাংবাদিকদের দায়িত্ব দৈনন্দিন রিপোর্টিং-এর পাশাপাশি সাফল্যের গল্পসমূহও তুলে ধরা।"

মাঠে চা শ্রমিকের সংগ্রামের তাৎপর্য প্রসঙ্গে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, "মাঠের লড়াই যখন জাতীয় পর্যায়ের জ্ঞানের লড়াইয়ের সাথে যুক্ত হবে, তখনই চা শ্রমিকের কণ্ঠস্বর আরও শক্তিশালী হবে। এবং আমি মনে করি আজ গ্রন্থ দু'টির মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আমরা এই যোগসূত্রের মঞ্চ তৈরির প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পারলাম। সুতরাং, আমরা যেন আজ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ফেরত যেতে পারি।"

১৯৭০ সাল থেকে বিসিএসইউ-এ কর্মরত প্রবীন নেতা এবং উপদেষ্টা তপন দত্ত বলেন, "আজকের গ্রন্থ দু'টি উন্মোচনের সাথে সাথে চা শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থাও উন্মোচিত হয়ে গেলো। এটি সেড-এর জন্যই সম্ভব হল যারা চা শ্রমিকের জমির অধিকার বিষয়ক সমস্যা সবসময় সামনে নিয়ে এসেছে।"

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের অধ্যাপক ড. তানজীমউদ্দিন খান ও ড. সানজীদা আখতার, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ধনা বাউরি, এবং সিপিবি'র আবদুল্লাহ কাফি। *রিপোর্ট: ফাহমিদা আফরোজ নাদিয়া ও ফিলিপ গাইন*

চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান

লেখক: ফিলিপ গাইন
প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
প্রকাশকাল ২০২৩
বাংলা, পেপারব্যাক, ১২৮ পৃষ্ঠা
মূল্য: ২০০ টাকা

চা শ্রমিকের জন্য মজুরির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোনও বিষয় নেই। তারা যে মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা পান তা মোটেও ন্যায্য নয়। চা শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের জন্য ২০১৯ সালে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত লেখক যেসব অনুসন্ধানী রিপোর্ট ও মতামতধর্মী লেখা লিখেছেন সেসব নিয়ে এ গ্রন্থ। এসব লেখায় ও দু'টি সংলাপে মালিকপক্ষসহ নানা পক্ষ ও ব্যক্তি যেসব তথ্য-উপাত্ত ও মতামত আদান-প্রদান করেছে তা আমাদেরকে চা শ্রমিকের মজুরি নিয়ে জটিলতা বুঝতে সহায়তা করবে।

চা শ্রমিকের প্রতি সুবিচার করতে শ্রম আইনের বাস্তবায়ন এবং শ্রম আইনে চা শ্রমিকদের প্রতি যে বৈষম্য বিদ্যমান তা দূর করতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও মালিকের দায়বদ্ধতা লেখক নানাভাবে তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রীসহ অনেকের মধ্যে চা শ্রমিকদের প্রতি যে সহানুভূতি আমরা দেখেছি তাও লেখক তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থ লেখক সম্পাদিত 'চা শ্রমিকের কথা' গ্রন্থের সাথী হিসেবে কাজ করবে এবং এই দুই গ্রন্থ চা শ্রমিক ও চা জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থা বুঝতে সহায়ক হবে।

Cha Sramiker Mojuri: Maliker Labh, Sramiker Loksan
(Tea Workers' Wages: Owners Win, Workers Lose)

by Philip Gain
Published by Society for Environment and Human Development (SEHD)
Published 2023
Bangla, paperback, 128 pages
Price: Taka 200

There is no other important issue for the tea workers than wages. The wages and benefits they get are not fair at all. This book compiles the investigative op-eds and write-ups that the author has written since the formation of the Minimum Wage Board in 2019 to fix the tea workers' wage structure. The information, analyses and opinions found in these writings, a keynote paper that author shared in dialogue and reports of two dialogues compiling opinions and insights of various parties and individuals, including the owners of the tea gardens, will help us understand the complexities of the tea workers' wages.

The author has highlighted in various ways the significance of implementation of the labor legislations, responsibility of the concerned state agencies to do away with discrimination in the labor law and the employers' obligations. The author has also highlighted the sympathy we have seen among many, including the prime minister, towards the tea workers. This book will serve as a companion to the book *Cha Sramiker Katha* that the author has edited and these two books will help understand the overall situation of tea workers and tea communities.

চা শ্রমিকের কথা

সম্পাদক ও মুখ্য গবেষক: ফিলিপ গাইন
পেপারব্যাক ৪৪৮ পৃষ্ঠা
প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
প্রকাশকাল: ২০২২
মূল্য: ৪০০ টাকা

আজকের বাংলাদেশে প্রথম চা উৎপাদন শুরু করেছিল ব্রিটিশ কোম্পানি [১৮৫৪ সালে]। দীর্ঘ সময় ধরে চা ছিল মূলত রপ্তানিপণ্য। তবে এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের আজ যে চা উৎপন্ন হচ্ছে তার অধিকাংশ এখন আমরা নিজেরাই পান করছি।

চা, চা-এর উৎপাদন, দেশের অভ্যন্তরে চা-পানের দ্রুত বৃদ্ধি—এসব আলোচনায় যে শ্রমিক চা শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদেরকে নিয়ে কমই কথা হয়। দেড়শো বছরেরও আগে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা-বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য এসব দরিদ্র ও হতভাগ্য মানুষকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল। তখন থেকে তারা চা বাগানেই বাধা শ্রমিক এবং লেবার লাইনই তাদের ঠিকানা। কিন্তু যে জমিতে তারা চার-পাঁচ প্রজন্ম ধরে বসবাস করছেন তার উপর, এমনকি যে ঘরে তারা বাস করেন সে ঘরের উপরও তাদের কোনও মালিকানা নেই। তাদের দৈনিক মজুরি লজ্জাজনকভাবে কম এবং তাদের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে চা শ্রমিকের সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চা শ্রমিক হতে বাধ্য। তাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অবস্থা নাজুক।

চা শ্রমিকের কথা গ্রন্থটি চা জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন শ্রেণির পাঠক, গবেষক এবং মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মীদের জন্য যারা চা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝতে চান এবং চা শিল্প কীভাবে চলে তা জানতে আগ্রহী। এ গ্রন্থে যেসব তথ্য-উপাত্ত, বিশ্লেষণ, মতামত এবং পরামর্শ সন্নিবেশিত হয়েছে তার আর একটি উদ্দেশ্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য যারা চা জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষা দিতে কাজ করছেন তাদেরকে সচেতন করা।

Cha Sramiker Katha

Edited by Philip Gain
Published by Society for Environment and Human Development (SEHD)
Published: 2022
Bangla, paperback, 448 pages
Price: Tk.400

The first commercial tea garden in what is now Bangladesh was established in 1854. Tea had been mainly an export commodity for a long time. But nowadays most of the tea produced in Bangladesh is consumed locally.

In discussion on tea, its production, rapid growth of its consumption within the country, the issues of tea workers who keep the tea industry alive and their welfare remain ignored. The British companies brought these poor and ill-fated workers from different parts of India about 150 years back. Since then they have remained tied to the tea gardens and the labor lines. But they have no ownership of the land they have been living on for five generations or of the house in labor lines they live in. It is a shame that they are still very low-paid, and in most cases, their children are forced to become tea workers because of the poor standard of their education. Their nutritional and health status is also bad.

Cha Sramiker Katha is a book intended for a wide range of users and actors who want to understand the issues relating to the tea plantation workers and how the tea industry is run. In addition, all the information, insights, views and recommendations put in this book intend to alert the state and other actors who work towards providing social and political protection to the tea workers and their community.